আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

A H M Mustafa Kamal, FCA, MP
Minister
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। বর্তমান পেন্ডামিক অবস্থাকে শক্তহাতে সামাল দিয়ে টেকসই এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেরসরকারি খাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় উৎপাদন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃজনে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সরবরাহ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এ প্রকাশনায় ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ সকল সংস্থাসমূহকে ১. শিল্প; ২. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি; ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ; ৪. বাণিজ্য; ৫. কৃষি ও মৎস্য; ৬. নির্মাণ এবং ৭. সার্ভিস সেক্টর হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাড়াভিত্তিক ও তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ, নবায়নযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও সেবার মান যুগোপযোগীকরণের পাশাপাশি সেবার পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী সংস্কার কর্মসূচি চালু এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পদ্মা সেতু দৃশ্যমানসহ কর্ণফুলি টানেলের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এ বাজেট জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখাসহ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়